"মেঘনা নদীতে পরিবেশ বিধ্বংসী তৎপরতা : দুদকের সহায়তায় সাঁড়াশি অভিযান"

অভিযানের তারিখ: ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি:।

মেঘনা নদীতে ড্রেজার দিয়ে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করে ফসলি জমি ও বসতবাড়ি ধ্বংসের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসন ও পুলিশের সহায়তায় অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমনকমিশন। দুদক অভিযোগ কেন্দ্রে (হটলাইন ১০৬) মেঘনা নদীতে অবৈধ দখল ও বালু উত্তোলনের অভিযোগ আসলে এ অপরাধের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেন দুদক এনফোর্সমেন্ট অভিযানের সমন্বয়কারী মহাপরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী।

স্থানীয় জনসাধারণ অভিযোগ করে, একটি সিন্ডিকেট কর্তৃক বিপুল অংকের ঘুষ লেনদেনের বিনিময়ে নদী ও বসতবাড়ি দখল এবং ধ্বংস করা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গেই পরিবেশ ও প্রতিবেশ ধ্বংসকারী এ অপরাধ বন্ধে নারায়ণগঞ্জের জেলাপ্রশাসক ও পুলিশসুপারকে প্রয়োজনীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ নিয়োগ করে অপরাধীদের গ্রেফতার, ড্রেজার জব্দ এবং নদী, গ্রাম ও ফসলি জমি রক্ষায় কঠোর নির্দেশ দেন দুদক মহাপরিচালক মুনীর চৌধুরী। সে আলোকে আজ (১০/০৯/২০১৮) বেলা ১১টা থেকে মেঘনা নদীর সোনারগাঁও অংশে দুদকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সাঁড়াশি অভিযান চালানো হয়। দুদক টিমে ছিলেন উপপরিচালক মোঃ হেলালউদ্দিন শরীফ ও সহকারী পরিচালক মোঃ সালাহউদ্দিন আহমেদ সহ ৩ জন সদস্য। এতে সোনারগাঁও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারীকমিশনার (ভূমি) এবং বিপুল সংখ্যক পুলিশ ফোর্স অংশ নেয়। বেলা ০৩টা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে ০৭টি ড্রেজার জব্দ ও ০২জন ড্রেজারের মালিকসহ মোট ২০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। একই সাথে ড্রেজারের মালিক ০২জনকে সর্বমোট ০১ লক্ষ জরিমানাকরা হয়।

এ অভিযান প্রসঙ্গে দুদকেরমহাপরিচালক (প্রশাসন) এবংপরিবেশ অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট) মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরীজানান, “একটি দুর্নীতিবাজ চক্র অর্থের বিনিময়ে নদী, ফসলি জমি এবংপরিবে শধ্বংস করছে। এ অপরাধের বলি হচ্ছে সাধারণ জনগণ, সর্বনাশ হচ্ছে কৃষিজমির, পালটে যাচ্ছে নদীর গতিপথ। যেহেতু পরিবেশ বিধ্বংসী কর্মকান্ডের সঙ্গে দুর্নীতি জড়িত, সেহেতু দুদক এ অপরাধ বন্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে।”তিনি আরো মন্তব্য করেন, “এ পরিবেশ বিধ্বংসী অপরাধে কারও নিশ্চুপ থাকা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।”